০৪-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের মুখে কিছুই বলার দরকার নেই, স্বচ্ছ নির্মল চিত্তে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ কর । যার অন্তরে স্বচ্ছতা ও সত্যতা আছে সে-ই ঈশ্বরের প্রিয় হয়"

প্রশ্ন : - শ্রেষ্ঠ চরিত্র কি ? কোন্ দেবতাদের আচরণ (ম্যানার্স) তোমাদের ধারণ করতে হবে ?

উত্তর : - সদা উৎফুল্ল চিত্তে থাকা সবচেয়ে ভালো ম্যানার্স । দেবতারা সবসময় প্রফুল্ল চিত্তে থাকে, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে না । আওয়াজ করে হাসা, এও এক ধরণের বিকার । তোমরা বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণের গুপ্ত খুশি থাকা উচিত । ফ্যামিলিরিয়াটির (কারো প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ) সংস্কারও অনেক ক্ষতির কারণ । সার্ভিসে সফলতার জন্য অনাসক্ত বৃত্তি প্রয়োজন। নাম-রূপের অহঙ্কার যেন বিন্দুমাত্র না থাকে । বুদ্ধিতে স্বচ্ছতা থাকা চাই, এই ধারণা নিয়ে সার্ভিস করলে অন্যদের ও নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে পারবে । চেহারা ও স্বতঃ উৎফুল্ল থাকবে ।

গীত : -- না বহ হামসে কভি জুদা হোঙ্গে (না, উনি আমার থেকে কখনও আলাদা হবেন না)....

ওম্ শান্তি! নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বাচ্চারা জানে কেননা, যার মনে সত্যতা আছে, যে স্বচ্ছ, সে-ই প্রভুর প্রিয় হয় । মন তো আত্মার মধ্যেই থাকে, তাই না ! সুতরাং যিনি সত্য (ঈশ্বর) তাঁকে স্মরণ কর, তবেই সুখ প্রাপ্তি হবে ।
স্মরণ অর্থাত্ অন্তর থেকে বাবাকে মনে করা, ঈশ্বরের নাম জপ করা । জপ করা মানে এই নয় যে, মুখে কিছু বলতে হবে । না । স্মরণ করলেই অতি সুখ অনুভব হবে । অন্যদেরও নিজের মতো করে তৈরি করতে হবে । কাউকে বোঝানোও খুব সহজ । যেমন একজন পতিব্রতা স্ত্রী তার স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসে না, তেমনই আত্মাকেও পারলৌকিক বেহদের বাবাকে বিশ্বস্ততার সাথে স্মরণ করতে হবে । যেমন প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে প্রেম থাকে । তারা একে অপরের নাম - রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । এতে বিকারের কোনও প্রশ্ন নেই । প্রেমিক প্রেমিকাকে, প্রেমিকা প্রেমিককে স্মরণ করে, অন্য কোথাও আর বুদ্ধি যুক্ত হয়না । জীবিকার জন্য উপার্জনতো করতেই হবে কিন্তু অন্তর একজনের সাথেই যুক্ত থাকে । ঐ স্মরণে পবিত্রতা আছে ।শরীর আর বুদ্ধি অপবিত্র থাকে না । ওদেরও গায়ন আছে, কিন্তু এমনটা খুব কম দেখা যায় । এই জ্ঞানেও বিশ্বস্ত বাচ্চা খুব কম আছে । মায়া এমনই যে নাক টেনে ধরে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ অঙ্গদের কাহিনী আছে । রাবণ বলেছিল -- দেখা যাক একে টলানো যায় নাকি ।
মায়া ক্ষমতাশালী মহারথীদেরই পতন ঘটানোর চেষ্টা করে । ঠিক যেমন ইঁদুর যখন কামড়ায়, প্রথমে ঠাণ্ডা ফুৎকার দেয় তারপর কামড়ে কোনও অনুভূতি হয়না । মায়াও ঠিক তেমনই জবরদস্ত; বেকায়দা চালচলন হলেই মায়া বুদ্ধিতে গুপ্ত তালা লাগিয়ে দেয় । এসবই বুঝতে গভীর বুদ্ধির প্রয়োজন । বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে, বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসা থাকতে হবে । তোমাদের অনাসক্ত হয়ে সার্ভিস করতে হবে; যতই ভালো বাচ্চা কেউ হোক না কেন, কিন্তু এমন নয় যে, তার নাম-রূপে আকৃষ্ট হতে হবে । এই আকর্ষণ অনেক ক্ষতি করে দেয় । বাবা বলেন, নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ কর, নিজেকে স্বচ্ছ রাখো । তোমরা শিববাবার সন্তান । বাবাই তোমাদের স্বচ্ছ করে তোলেন । বিকারমুক্ত হতে হবে । তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি ।

সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে যখন তোমরা শক্তি পাও, তবেতো ভালো করে তাঁর সাথে যোগযুক্ত হওয়া উচিত ।বাবা বলেন -- নিরন্তর স্মরণ করা ; এ কোনও মাসির ঘরে যাওয়া নয় ।ভোজনের সময় কত চেষ্টা থাকে স্মরণের তারপরও ভুলে যায় । খুব চেষ্টা করে প্রতিটি সময় বাবার স্মরণেই ভোজন করতে, কেননা উনি আমাদের প্রিয় বাবা । কেন আমরা খাওয়ার সময় তাঁকে সাথী করে ভোজন করিনা ! স্মরণ করে একসঙ্গে খেলে সাথে থাকবেন, তবুও প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণের কথা ভুলে যায় । ভক্তি মার্গেও বুদ্ধি এদিক -ওদিক হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । এতো হলো জ্ঞানের কথা । কিছু কিছু বাচ্চারা এখনও এই দিকগুলো সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম নয় এবং এখনও তলদেশে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে । যদি নিরন্তর যোগের স্থিতাবস্থা আসে তবেই বোঝা যাবে যে, কর্মাতীত অবস্থা আসছে । কিন্তু স্মরণের স্থায়িত্ব দীর্ঘ সময় থাকে না, যুদ্ধ চলতে থাকে । বাবা দেখেছেন - অনেকের বুদ্ধিযোগ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । অশরীরী হওয়ার মধ্যেই পরিশ্রম আছে । খুব অল্প সংখ্যক আছে যারা সত্যিকে স্বীকার করে । কিছু আছে যারা সত্যি বলতে লজ্জা(সংকোচ) বোধ করে । মায়া প্রবল শক্তিশালী, মাথা মুড়িয়ে দিতে একটুও দেরি করেনা । এমন বলা উচিত নয় , আমরাতো বাচ্চা । বাবা অনেক সহজ যুক্তি দিয়ে বোঝাতেই থাকেন । প্রথমেতো কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে তারপর পুরুষার্থ অনুযায়ী নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্তি হবে । বাবা জানেন -- মায়া বাচ্চাদের বিরক্ত করে, স্মরণে বিঘ্ন ঘটায় । অনেকেরই অবস্থা এমন হয়, নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ; নিজেকে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, কেননা দীর্ঘ সময় ধরে দেহ-ভান থাকায় অশরীরী হওয়ার অভ্যাস ছিন্ন হয়ে গেছে। সত্য যুগে এই জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে যে, আমি আত্মা । আমাকে এই পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে । সাক্ষাত্কার ও হয় । প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যেভাবেই হোক বোঝে যে - এখন শরীরের আয়ু সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । যেমন -- যখন কারও শরীর ত্যাগের সময় হয়, তখন সে অনুভব করে আর বলে , "আমি মরতে চলেছি, আর বেশি সময় থাকব না"।
সত্যযুগেও তোমরা বুঝতে পারবে, শরীর পুরানো হয়ে গেছে, এখন একে ছাড়তে হবে। নিজের সময়ানুসারে খুশির সাথে শরীর ত্যাগ করবে। ওখানে আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে কিন্তু বাবার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, কেননা ড্রামায় এটাই নির্ধারিত । সত্যযুগে বাবাকে কেন স্মরণ করবে ? স্মরণ করার প্রয়োজনই নেই । এখানে তো দুঃখেই মানুষ স্মরণ করে, তারপর নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হয় । এই শরীরতো পুরানো হয়ে গেছে, এর প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত । যতই সুন্দর হোক না কেন আত্মাতো কালো (অপবিত্র, পতিত) হয়ে গেছে , এটাই বুদ্ধি দিয়ে বোঝার ব্যাপার । তাই বাবা বোঝান -- বুদ্ধির যোগ একজনের সাথেই যুক্ত কর । যেমন লাভ ম্যারেজ করে না ! এও তোমাদের আত্মার সাথে লভ ম্যারেজ ; এই দেহের প্রতি লভ রাখা উচিত নয় । নিজের দেহের প্রতি লভ না থাকলে অন্যের দেহের প্রতি লভ কিভাবে আসবে ? বিশ্বের সৌন্দর্য কালো আর ফর্সা চেহারার ভিত্তিতেই চলে । কেউ কেউ না দেখেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, পরে যখন চেহারা দেখে তখন বলে, এতো কালো আমি চাইনি । তারপর রঙ নিয়ে লড়াই ঝগড়া শুরু করে। বলে -- আমি টাকা নিয়ে কি করব ! আমি তো সৌন্দর্য চেয়েছিলাম । এখন তোমরা জেনে গেছ -- আমরা আত্মা, এই পুরানো শরীরের প্রতি মোহ রাখা উচিত নয় । শরীরের প্রতি মোহ অর্থাত্ বিকারী সম্বন্ধ ।

দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে তার থেকে আমরা সম্পূর্ণ আলাদা । এখন তোমাদের কালো (অপবিত্র) আত্মার সাথে বিবাহ হয়েছে ফর্সা (পবিত্র) মুসাফিরের সাথে । জেনে গেছ এই দুনিয়ার সব আত্মারাই কালো থেকে অধিকতর কালো হয়ে গেছে । ফর্সা (পবিত্র) র সাথে সম্বন্ধ জুড়ে

আত্মাকে গৌর বর্ণের বানাতে হবে । এক মুসাফির (পথিক) লক্ষাধিক আত্মাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে । কালো আত্মাকে গোরা বানাতে পারেন, কিন্তু এরজন্য খুব ভালো যোগযুক্ত হতে হবে । কালো (অপবিত্র) হয়ে থাকলে এক তো সাজা খেতে হবে আর পদ ও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । কারও নাম -রূপের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়া উচিত নয় । এতে অনেক ডিসসার্ভিস হয়ে যায় । তাই বাবা বোঝান বাচ্চারা সাবধান হও । তোমরা মায়ার জালে জড়িয়ে আছ কিন্তু বুঝছ না । ভাগ্য সাথ দেয়না ,নিজের পদ ভ্রষ্ট করে দাও । বাবা বলেন, যোগ অগ্নি দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে হবে । এ হলো যোগ ভাট্টি । বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে । অন্যদিকে বুদ্ধি যুক্ত হলে ব্যভিচারী বলা হবে। সার্ভিস করতে পারবে না । পদ ও প্রাপ্তি হবে না । যোগ অগ্নি দ্বারাই আত্মায় মিশে থাকা খাদ বের করতে পারবে । যোগে থাকলে জ্ঞান ও বৃদ্ধি পাবে । বাবা হলেন রূপ -বসন্ত অর্থাত্ যোগী এবং জ্ঞানী । তোমরা বাচ্চারাও যত যোগযুক্ত হতে পারবে ততই জ্ঞানের ধারণা হতে থাকবে । প্রথমে আত্মাকে পবিত্র করতে হবে । যোগ -যোগ বলতে থাকে, কিন্তু তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ যোগের অর্থ জানেনা । বিনা যোগে নিজেকে অথবা ভারতকে পবিত্র করে তুলতে পারবে না । সার্ভিস যদিও করে, সেন্টার খোলে তবুও মায়া এসে কিন্তু নাক টেনে ধরে । অহঙ্কার এসে যায় -- আমি সেন্টার খুলেছি । দেহ -ভান এসে যায় । বাবা তো বুঝিয়ে বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার সাথে যোগযুক্ত হও, কোনও বিকর্ম না হয়ে যায় । যদি বাবাকে ভুলে কোনও নাম -রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় তবে অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে । এ লক্ষ্য অনেক বড়ো । বিশ্বের মালিক হওয়া একি কম বড়ো কথা ! বাবার কত মহিমা । কত মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ওঁনার নামে। তোমরা জান সোমনাথের মন্দির কে কবে বানিয়েছিল । মন্দির ও নম্বর অনুসারে তৈরি হয় । সোমনাথের পরে লক্ষ্মী -নারায়ণ বা জগদম্বার মন্দির স্থাপনা হয়েছিল। মানুষ থোড়াই জানে সোমনাথের মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেছিল ? ঈশ্বর তো নিরাকার । নিরাকারের পূজারী নিরাকার শিবকেই পূজা করবে কিন্তু জানেনা । তোমরা বাচ্চারাও নম্বর অনুসারে আছ । দিনরাত সার্ভিস করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠো। তৎপরতা তখনই পূর্ণ হয় যখন দেহ -ভান ছিন্ন হয় । দেহী-অভিমানী হতে হবে । বাবার সাথে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে । ওঁনার সম্মান রাখা এ কোনও মাসির ঘরে বেড়াতে যাওয়া নয় । মায়ার ভূত যোগ ভঙ্গ করে দেয় । বাবা তো এসবই জানেন। কিছু বাচ্চা আছে যারা এতোই স্পর্শকাতর যে , যদি কিছু বলা হয় তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে, নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই ধ্বংস করে দেয় । আশ্চর্যজনকভাবে বাবার হয়, জ্ঞান ধারণ করে তারপর পলায়ন করে । ডিসসার্ভিস করতে শুরু করে দেয় । ভাগবতেও উল্লেখ আছে, অমৃত পান করতে করতে বিশ্বাসঘাতক হয়ে ক্ষতি সাধন করে । বাবাকে কতখানি খেয়াল রাখতে হয় - অমুক এখন এতোই দুর্বল যে, যে কোনও সময় ট্রেটর হয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । বরাবর দেখা গেছে, কিভাবে একজন ট্রেটর নির্দোষীদের ক্ষতি করতে কতখানি ব্যস্ত হয়ে পড়ে । তারপর অবলাদের প্রতিও কত অত্যাচার হয় । অন্যান্য সাধুসঙ্গে কি আছে ? ত্যাগ করতে হবে কিন্তু বিকারকে ছাড়তেই চায়না । বলা হয়ে থাকে অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ কোথায় তা জানেনা । যেমন অর্থ ছাড়া কেউ কিছু বলে ফেলে তেমনই বলে দেয়। এখন বাচ্চারা কত সমঝদার হয়ে গেছে । বাবা জানেন কোন বাচ্চা সুগন্ধী ফুল হয়েছে । কেউ কেউ আছে যাদের নাম -রূপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনও গন্ধই নেই । জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও কথা নয় । যোগ ও সম্পূর্ণ হতে হবে । কেউ তো প্রথম থেকেই কালো(অপবিত্র) হয়ে আছে , মায়ার জালে আটকে আরও কালো হয়ে যায় । এই বাহিনীতে রয়েছে হাতি, সিংহ এবং সিংহী বাহিনী, ঘোটক, ঘোটকী আর ভেড়া-ভেড়ি ও আছে । সবাই আছে । চালচলন দেখেই বোঝা যায় কে কোন প্রজাতির। যেমন

ভেড়া কিছুই বোঝেনা। বুদ্ধিতে ধারণাই হয়না । তেমনই মহিষের বুদ্ধি । বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন -- তোমরা আত্মা। তোমরা বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে পারনা ! বলেন, হে - আত্মারা তোমরা সবদিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে শুধু আমাকে স্মরণ কর । তোমরা স্মরণ করতে পারনা ? মিত্র সম্বন্ধী ইত্যাদি যারা আছে তাদের স্মরণ করতে পার, আমাকে স্মরণ করার মধ্যে বাঁধা কোথায় ? বলে ওঠ -- বাবা, মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়, স্মরণে বিঘ্ন ঘটায় । আরে ! অবিনাশী বর্সা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে । তোমরা বুদ্ধি যোগ পুরো লাগালেই বিশ্বের মালিক হতে পারবে । বাবাকে থোড়াই ভুলে যেতে হয় ! দেহ অভিমান থাকার জন্যই তোমরা ভুলে যাও । তোমাদের বারবার বলা হয়েছে নিজেকে আত্মা মনে করে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ কর । জপ করতে হবে না । মুখেও শব্দ করে বলার প্রয়োজন নেই । তোমাদের তো বাণীর ঊর্ধে উঠতে হবে । মুখে রাম - রাম বলেছিল তো দেহ-ভান এসে গিয়েছিল। অন্তরে(মনে মনে) স্মরণ করতে হবে । শুধু অরগ্যান্সের আধার নিতে হবে । আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ এই স্থিতিতে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল । ওঁনার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে । তোমাদের ও জ্ঞান প্রদান করেন । বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র তাজ প্রাপ্তি হবে আর সৃষ্টি চক্রকে জানলে রত্ন জড়িত মুকুট প্রাপ্তি হবে । ডবল তাজধারী হয়ে যাবে । স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে নয়তো ধর্মরাজের সাজা খেতে হবে । পদ ও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে , তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, গুপ্ত খুশিতে থাকতে হবে । হাসিখুশি চেহারা থাকলেই গুপ্ত খুশি থাকে । শব্দ করে হাসা উচিত নয় । উৎফুল্ল চেহারা সবচেয়ে ভালো । লক্ষ্মী -নারায়ণের ও প্রফুল্ল চেহারা । প্রফুল্ল বা হর্ষিত চেহারা আর হাসা দুটো আলাদা। উৎফুল্ল চেহারায় গুপ্ত খুশি থাকে । শব্দ করে হাসা সেও এক বিকার । এটাও থাকা উচিত নয় ।খুশি চেহারায় আনতে হবে আর সেটা তখনই আসবে যখন বাবার সমান হবে । শুধু সার্ভিস আর সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিস (সেবা) পাওয়া মাত্রই দৌড়তে হবে ; দ্বিতীয় কোনও কথা নেই । তোমরা বাচ্চারা সার্ভিস করে কাঁটা থেকে কলি তৈরি কর । বাবা বাচ্চাদের সুন্দর সুন্দর পয়েন্টস দিয়ে বোঝান । এটা নিশ্চয় করতে হবে যে, বাবাই শোনাচ্ছেন । ওরা বলে আমার মহিমা করবে না । মহিমা যা কিছু শিববাবার । ওনাকে স্মরণ করলেই সম্পূর্ণ বিকর্মাজীত হতে পারবে । কত সহজ কথা । স্মরণ করতে হবে আর চক্র ঘোরাতে হবে । স্বদর্শন চক্রধারী নম্বর অনুসারে শেষে গিয়ে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ, ভালবাসা আর গুডমরনিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে থাকার যুক্তি বের করতে হবে । ভোজন করার সময় স্মরণে থাকতে হবে । অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । নিজের পুরানো শরীরের প্রতি যেন কোনও ভালবাসা না থাকে ।

২) বাবার প্রতি সম্পূর্ণ রিগার্ড রাখতে হবে । অহঙ্কার যেন না আসে। নাম-রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ার হাত থেকে দূরে সরে থাকতে হবে ।
জ্ঞান - যোগে মশগুল হয়ে থাকতে হবে ।

বরদান : – বিশেষত্ব দেখার চশমা পড়ে সম্বন্ধ সম্পর্কে আসতে সমর্থ স্বরূপ বিশ্ব পরিবর্তক ভব(হও) ।

একে অপরের সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কে এলে প্রত্যেকের বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ কর । বিশেষত্ব দেখার দৃষ্টি ধারণ কর । আজকাল ফ্যাশন বা কখনো চশমা বাধ্য হয়েও পড়তে হয় । সুতরাং বিশেষত্ব দেখার চশমা পড়ো, যাতে অন্য কিছু দেখতে না পাও । যেমন লাল চশমা চোখে দিলে সবুজ জিনিসও লাল দেখায়, সেই রকম বিশেষত্বের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সর্বদা বিশেষত্বই দেখতে পাবে । পাঁক দর্শন না করে পদ্ম পুষ্প দর্শন করলে প্রত্যেকের বিশেষত্ব দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে নিমিত্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান : – পরচিন্তন আর পরদর্শনের ভাবনা ও ধ্যানধারণার ধূলিকণা থেকে দূরে থাকলে নিখুঁত অমূল্য হীরা হয়ে উঠবে ।